হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন

ফ্ল্যাট: ৯/সি, রূপায়ণ-শেলফোর্ড প্লট: ২৩/৬, বীর উত্তম এ.এন.এম. নুরুজ্জামান সড়ক, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭।

পাসপোর্ট-
সাইজ
ছবি

মেধা লালন প্রকল্প'র অধীনে সুদমুক্ত শিক্ষাঋণের জন্য আবেদনপত্র

১. আবেদনকারীর নাম (বাংলায়) :

(ইংরেজি ব্লক লেটারে) :

২. জন্ম তারিখ :

৩. মাতার নাম :

৪. পিতার নাম :

৫. অভিভাবকের নাম (মাতা/পিতা অবর্তমান হয়ে থাকলে) :

৬. মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সাল :

৭. মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ :

৮. যে শাখা থেকে পাশ করেছে (বিজ্ঞান/মানবিক/বাণিজ্য/অন্যান্য) :

৯. যে বিদ্যালয় থেকে পাশ করেছে তার নাম এবং ঠিকানা :

____

____

১০. বিদ্যালয়টি কি জেলা সদরে অবস্থিত ? :
(বিদ্যালয়টির অবস্থান সম্পর্কে প্রধান শিক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যায়নপত্র জমা দিতে হবে)

১১. বিদ্যালয়টি কি গ্রামে বা জেলা সদরের বাইরে অবস্থিত ? :
(গ্রামে অবস্থিত হলে সংশ্লিষ্ট গ্রামের নাম এবং থানা সদর থেকে দূরত্ব সম্পর্কে উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যায়নপত্র জমা দিতে হবে)

১২. বর্তমানে যে প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করছে তার নাম ও ঠিকানা :

____

____

১৩. বর্তমানে কোন বিভাগ/শাখায় অধ্যয়ন করছে এবং কোন শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হয়েছে? :

১৪. পিতা/অভিভাবকের পেশা:

মাসিক আয় : .... **পদ/ব্যবসার ধরন :** ....

[পেশা চাকরি হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/সংস্থা থেকে নেয়া প্রত্যায়নপত্র (মাসিক বেতন উল্লেখপূর্বক) জমা দিতে হবে। **পিতা/অভিভাবক কৃষি বা ব্যবসা বা অন্য কোনো পেশায় জড়িত থাকলে**, পেশা ও মাসিক আয় সম্পর্কে কলেজের (ছাত্র/ছাত্রী যেখানে অধ্যয়নরত) অধ্যক্ষ অথবা প্রথম শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তা এর কাছ থেকে নেয়া প্রত্যায়নপত্র এই সাথে সংযুক্ত করতে হবে।]

১৫. **মায়ের পেশা ও মাসিক আয়** (যদি থাকে তবে মাসিক আয় সম্পর্কিত প্রত্যায়নপত্র দিতে হবে) :

১৬. ভাইদের মধ্যে যদি কেউ চাকরি/ব্যবসা বা অন্য কোনো ভাবে আয় করে থাকেন তবে তার বা তাদের নাম, পেশা ও মাসিক আয় (চাকরির ক্ষেত্রে পদ ও মাসিক আয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রত্যায়নপত্র জমা দিতে হবে) :

১৭. **চাষযোগ্য মোট জমির পরিমাণ :** নিজস্ব জমি .... বর্গা/পত্তনি জমি ....
(জমির পরিমাণ একর/বিঘা/শতাংশ/কাঠা, যেটি প্রযোজ্য, উল্লেখ করতে হবে যেরূপ নিম্নে আছে) :

(ক) এক ফসলি : .... একর .... বিঘা .... শতাংশ/কাঠা

(খ) দুই ফসলি : .... একর .... বিঘা .... শতাংশ/কাঠা

(গ) তিন ফসলি : .... একর .... বিঘা .... শতাংশ/কাঠা

১৮. বিভিন্ন ধরনের **চাষাবাদ থেকে প্রাপ্ত আয়** (***বাৎসরিক***) :

	চাষকৃত জমির পরিমাণ (একক/বিঘা/শতাংশ/কাঠা)	ফসলের পরিমাণ (কেজি/মণ)	মূল্য (টাকায়)
(ক) শস্য থেকে প্রাপ্ত আয় :			
(খ) ফলমূল থেকে প্রাপ্ত আয় :			
(গ) শাক/সবজি থেকে প্রাপ্ত আয় :			
(ঘ) মাছ চাষ থেকে প্রাপ্ত আয় :			
সকল চাষাবাদ থেকে বাৎসরিক মোট আয় :			

১৯. গবাদি পশু আছে কিনা, থাকলে কয়টি? :

(ক) গবাদি পশুর দুধ বিক্রি থেকে প্রাপ্ত আয় (বাৎসরিক) :

(খ) হাঁস-মুরগি থেকে প্রাপ্ত আয় (বাৎসরিক) :

গবাদি পশু/ হাঁস-মুরগি থেকে বাৎসরিক মোট আয় :

২০. পরিবারের **সর্বমোট মাসিক আয়ের পরিমাণ** এবং আয়ের উৎস

(ক) চাকুরি : টাকা

(খ) ব্যবসা : টাকা

(গ) কৃষি : টাকা

(ঘ) অন্যান্য : টাকা

মোট : টাকা

(অন্যান্য উৎসসমূহ এবং তা থেকে প্রাপ্ত আয়ের পরিমাণ নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে)

২১. পরিবারের **মোট সদস্য সংখ্যা** (বিবাহিত বোন/বোনদের এবং পৃথক সংসার আছে এমন ভাইদের বাদ দিয়ে) :

(পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা হিসাবের বেলায় পিতা-মাতা ও ভাই-বোন ছাড়াও অন্য কেউ যদি থেকে থাকে তবে তাদের নাম, বয়স এবং আবেদনকারীর সাথে তাদের সম্পর্ক নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে আলাদা কাগজে)।

(ক) পরিবারের অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের মধ্যে ১২ বছর ও তার ঊর্ধ্বে যে কয়জন তাদের সংখ্যা :

(খ) ১২ বছরের নিচে যে কয়জন তাদের সংখ্যা :

(গ) পিতা-মাতা ও ভাই-বোন ছাড়া পরিবারের অন্য সদস্য সংখ্যা :

২২. পরিবারের মাসিক **মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ** :

২৩. পরিবারের **সদস্যদের নাম, বয়স, পেশা এবং আবেদনকারীর সাথে সম্পর্ক** (আলাদা কাগজে দিতে হবে)

২৪. ভাইদের মধ্যে যদি কারো পৃথক সংসার থাকে তবে তার বা তাদের নাম, পেশা, মাসিক আয় ও পরিবারের সদস্য সংখ্যা (আলাদা কাগজে দিতে হবে)

২৫. শহরে নিজস্ব বাড়ি আছে কিনা, যদি থাকে তার বিবরণ :

(ক) ঠিকানা :

২৬. যদি ভাড়া বাড়িতে থাকে তবে তার মাসিক ভাড়ার পরিমাণ :

২৭. নিজেদের কোন টিভি/রেডিও/ক্যাসেট প্লেয়ার/ভিসিআর আছে কিনা :

২৮. অন্য কোন উৎস থেকে পড়াশুনার জন্য আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকলে তার পরিমাণ (উৎস উল্লেখ করতে হবে) :

২৯. স্থায়ী (পূর্ণাঙ্গ) ঠিকানা :

৩০. বর্তমান (পূর্ণাঙ্গ) ঠিকানা :

৩১. ফোন / মোবাইল নম্বর :

ঘোষণা : আমি, নিম্নস্বাক্ষরকারী, এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, এ আবেদনপত্রে ক্রমসংখ্যা ১ - ৩১ এ বর্ণিত সকল তথ্য সত্য। যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমি মেধা লালন প্রকল্প-এর অধীনে নির্বাচিত হওয়ার পর যদি প্রমাণ হয় যে, কোনো তথ্য গোপন করা হয়েছে বা ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ভুল তথ্য দেয়া হয়েছে তাহলে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন বিবেচনা অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারবে। গৃহীত ব্যবস্থার বিপক্ষে আমার কোনো ওজর/আপত্তি থাকবে না।

আবেদনকারী ছাত্র/ছাত্রীর স্বাক্ষর

পূর্ণ নাম :

তারিখ :

বি. দ্র.- যথাযথভাবে পূরণ করা না হলে এবং চাহিদা মাফিক প্রয়োজনীয় তথ্য ও কাগজপত্র সংযোজন না করলে জমা দেওয়া আবেদনপত্রটি বাতিল হিসেবে গণ্য করা হবে।

আবেদনপত্রের সাথে যে সকল কাগজ সংযুক্ত করতে হবে :-

(ক) যে বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করেছে সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দ্বারা সত্যায়িত মাধ্যমিক পরীক্ষার 'ট্রান্সক্রিপ্ট' বা **নম্বরপত্র**।

(খ) প্রধান শিক্ষকের দেয়া একটি চারিত্রিক প্রত্যায়নপত্র এবং বিদ্যালয়ের বাইরের কোনো দায়িত্বশীল সম্মানিত ব্যক্তির দেয়া (তিনি যদি শিক্ষাবিদ হন তবে ভালো) আরেকটি **চারিত্রিক প্রত্যায়নপত্র**।

(গ) যে বিদ্যালয় থেকে আবেদনকারী মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করেছে সেই বিদ্যালয়ের অবস্থান সম্পর্কে আবেদনপত্রের ক্রমিক নং (১০) ও (১১)-এর অন্তর্ভুক্ত **নির্দেশ মোতাবেক প্রত্যায়নপত্র**।

(ঘ) পিতা/মাতা/ভাই/অভিভাবক এর **পেশা ও আয় সম্পর্কে** আবেদনপত্রের ক্রমিক নং (১৪), (১৫) ও (১৬)-এর নির্দেশ অনুযায়ী প্রত্যায়নপত্র।

(ঙ) সম্প্রতি তোলা ২ কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি।

(চ) **আবেদনকারীর নিজ হাতে লেখা ২টি রচনা (প্রতিটি ২০০ শব্দের মধ্যে)**। একটি **নিজ পরিবারের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে (বাংলায়)**, অর্থাৎ পরিবারের বর্তমান অর্থনৈতিক সমস্যা কীরূপ, কীভাবে পরিবারের ভরণ-পোষণ চলছে, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কে কী করে প্রভৃতির বিস্তারিত ও সুনির্দিষ্ট বিবরণ এবং অন্যটি **জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে (ইংরেজিতে)**।

নিম্নলিখিত শর্তাধীনে সুদমুক্ত শিক্ষাঋণ প্রদান করা হবে :

১। শুধুমাত্র ২০২১ সালে মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দরিদ্র মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা আবেদন করতে পারবে।

২। বিজ্ঞান বিভাগ থেকে যারা পাশ করেছে তাদের ক্ষেত্রে, জেলা সদরে অবস্থিত স্কুলের জন্য ন্যূনতম জিপিএ ৪.৪ এবং জেলা সদরের বাহিরে অবস্থিত স্কুলের জন্য ন্যূনতম জিপিএ ৪.২ হতে হবে। বিজ্ঞান বিভাগ ব্যতীত অন্যান্য বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা যারা জেলা সদরে অবস্থিত স্কুল থেকে পাশ করেছে তাদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম জিপিএ ৪.২ এবং জেলা সদরের বাহিরে অবস্থিত স্কুলের জন্য ন্যূনতম জিপিএ ৪.০ বিবেচনা করা হবে। জেলা সদরের বাহিরে অবস্থিত স্কুল থেকে পাশ করা মেয়েদের ক্ষেত্রে এই শর্তটি ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের বিশেষ বিবেচনা সাপেক্ষে শিথিলযোগ্য।

৩। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রতি মাসে ১১৫০/- টাকা এবং স্নাতক পর্যায়ে সাধারণ বিষয়ে ১৭০০/- টাকা ও টেকনিকাল বিষয়ে (এমবিবিএস, কৃষি ও প্রকৌশল বিষয়ে বিএসসি চূড়ান্ত পরীক্ষা পর্যন্ত) ১৮০০/- টাকা হারে ঋণ দেয়া হবে।

৪। **এই ঋণ শিক্ষা সমাপ্তির দুই বছর পর হতে পরবর্তী পাঁচ বছরে প্রতিবছর ৪টি কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে।**

৫। এই ঋণ ছাড়াও প্রতি শিক্ষাবর্ষে বই ও শিক্ষা উপকরণের জন্য অনুদান দেয়া হবে, যা পরিশোধযোগ্য নয়। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের ৭০০/- টাকা, মানবিক/বাণিজ্য বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের ৫০০/- টাকা এবং স্নাতক পর্যায়ে সাধারণ বিষয়ে ১০০০/- টাকা এবং টেকনিকাল বিষয়ে (এমবিবিএস, কৃষি ও প্রকৌশল) ২০০০/- টাকা হারে প্রতি শিক্ষাবর্ষে অনুদান দেয়া হবে।

৬। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা কোর্স সমাপ্তি পর্যন্ত (অর্থাৎ বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ বিষয়ে স্নাতক ও কিছু ক্ষেত্রে স্নাতকোত্তর; মেডিকেল বিষয়ে এমবিবিএস এবং কৃষি ও প্রকৌশল বিষয়ে বিএসসি চূড়ান্ত পরীক্ষা পর্যন্ত) এই ঋণ চালু থাকবে। তবে উচ্চ মাধ্যমিক বা স্নাতক পর্যায়ে যেকোনো চূড়ান্ত পরীক্ষায় কেউ তৃতীয় বিভাগে পাশ করলে অথবা জিপিএ-এর ক্ষেত্রে ৩.০০ এর নিচে হলে এই ঋণ প্রদান বন্ধ করে দেয়া হবে।

৭। **ঋণ গ্রহণকারীর শিক্ষাধারায় কোনো বিরতি ঘটলে অথবা লেখাপড়ার ফলাফল অসন্তোষজনক হলে অথবা ঋণ সংক্রান্ত শর্তাবলি পালনে ব্যর্থ হলে ঋণ প্রদান বন্ধ করে দেয়া হবে**। সেক্ষেত্রে উক্ত সময় পর্যন্ত গৃহীত সমুদয় ঋণ ৫ (পাঁচ) বছরের মধ্যে প্রতিবছর ৪টি কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে।

৮। **মেধা লালন প্রকল্পের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত ছাত্র-ছাত্রীদের ঋণ প্রাপ্তিকালীন সময়ে ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত পাঠক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমে অবশ্যই অংশগ্রহণ করতে হবে**। যেকোনো ছুটির সময় পাঠক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে থাকা প্রয়োজন হতে পারে। পাঠক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় খরচ ফাউন্ডেশন বহন করবে। ছাত্রীরা গ্রামীণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে না পারলে তাদের জন্য বিকল্প কার্যক্রম নেয়া হবে এবং সেই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ তাদের জন্য বাধ্যতামূলক থাকবে।

৯। **এই ঋণ পরিশোধযোগ্য দেনা হিসেবে বিবেচিত হবে**। পিতা/অভিভাবক এবং ঋণ গ্রহণকারী ছাত্র/ছাত্রী কর্তৃক যৌথভাবে ঋণ পরিশোধের অঙ্গীকারপত্র প্রদান ছাড়া অন্য কোনো জামিন/নিশ্চিতকরণ-এর প্রয়োজন হবে না।

ছাত্র-ছাত্রীদের বাছাই ও নির্বাচন এবং এই প্রকল্প সংশিষ্ট অন্য যেকোনো ব্যাপারে ফাউন্ডেশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। কোনো প্রকার তদবির/সুপারিশ প্রার্থীর অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে। প্রাথমিকভাবে যারা নির্বাচিত হবে, শুধুমাত্র তাদেরকেই চূড়ান্ত নির্বাচনের জন্য ডাকা হবে। যারা প্রাথমিক নির্বাচনে বাদ পড়বে তাদেরকে আলাদাভাবে কোনো চিঠি দিয়ে জানানো হবে না।